মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন? প্রতিকারই বা কি?

অধ্যাপক গোলাম আযম

মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন ?
প্রতিকার-ই বা কি ?

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৯৯

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৯৪
৪র্থ প্রকাশ
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৬
আষাঢ় ১৪১২
জুলাই ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MUSLIM NATADER A DASHA CANO ? PROTICAR-E-BA KE ? by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 5.00 Only.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংগনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সবাই মুসলিম। সরকারী দল, প্রধান বিরোধী দল ও জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্য সব কয়টি দলের নেতৃত্বে যারা রয়েছেন তারা সবাই মুসলিম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও কমপক্ষে শতকরা ৯০ জন শিক্ষক এবং ডিগ্রী কলেজগুলোরও বিপুল সংখ্যক শিক্ষক মুসলিম। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি প্রায় সবাই এবং আইনজীবীগণের বিরাট সংখ্যক মুসলিম। সচিবালয়ের কর্মকর্তা, শিল্প-কারখানা ও ব্যবসার মালিক, প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের অফিসার ইত্যাদিও প্রায় সবাই মুসলিম। এ সবের মধ্যে অমুসলিমদের সংখ্যা বেশী নয়।

মাত্র ৪৫ বছর পূর্বে এ চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ঐসব গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমানদের সংখ্যা বর্তমান পদাধিকারী অমুসলিমদের চেয়েও নগণ্য ছিল। পৃথিবীর আর কোন দেশে একই দেশের অধিবাসী দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে এত অল্প সময়ে এমন বিপরীতমুখী অবস্থান পরিবর্তনের কোন উদাহরণ নেই। এ অদ্ভূত পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক বিপ্লব বলা চলে। যাদের বয়স এখন (১৯৯২) ৫৫ বছরের নীচে তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে, তখন মুসলমানদের কী দুরবস্থা ছিল।

এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে ঘটল সে ইতিহাস দেশবাসীকে জানাবার এবং ঐ ইতিহাসকে ভিত্তি করে দেশ গড়ার দায়িত্ব পালন না করার পরিণাম এই হয়েছে যে, মুসলমানরাই আজ মুসলমানিত্ব ও ইসলামকে সাম্প্রদায়িকতা বলে গালি দিচ্ছে। অথচ ঐ পরিবর্তন না ঘটলে আজ এ দেশের মুসলমানদের অবস্থা বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মতোই যে থাকতো একথা অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই।

www.pathagar.com

অবস্থা এ পর্যায়ে পৌছেছে যে, পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম নেতাদের সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহরু, বল্লব ভাই প্যাটেল ও অন্যান্য অমুসলিম নেতারা যেসব মন্তব্য করতেন তা বাংলাদেশের মুসলিম নেতাদের মুখে শোনা যাচ্ছে। যেসব দল ঐ কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষবাদকেই রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে গর্বের সাথে প্রচার করছে তাদের সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে দলের ম্যানিফেষ্টোতে "ইসলামী মূল্যবোধ" উল্লেখ রয়েছে এবং যে দলটি ১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্র থেকে "ধর্মনিরপেক্ষবাদ"কে উৎখাত করে "আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" জাতীয় আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছে সে দলের টিকেটে নির্বাচিত স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী পর্যন্ত এক সেমিনারে বলে ফেললেন, "রাজনীতিতে ধর্মের স্থান থাকা উচিত নয়। যতদিন ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী রাজনীতি বন্ধ করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ও প্রগতি সম্ভব নয়।"

গত পয়লা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল, '৯২) বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত এক প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

৬।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান (১৯৯৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসার শামসুল হক গত ২৮ ফেব্রুয়ারী '৯২ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে বিশ্ব শান্তি পরিষদ আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে একটি ইউনিয়ন অথবা শিথিল কনফেডারেশন গঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে এ পথে মৌলবাদের বাধা দূর করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "একবার ভাবুন, ভারতে বি. জে. পি. এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী যদি ক্ষমতা দখল করে তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে।"

উল্লেখ্য যে, উক্ত সেমিনার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রধান অতিথি ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতেই ভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা 'দৈনিক দেশ বন্ধু'

www.pathagar.com

পত্রিকার সম্পাদক শ্রী মায়ারাম সজ্জন মুরুব্বীয়ানা ভাষায় ভারত বিভাগ করে মুসলমানরা যে মহা ভুল করেছে এর প্রতিকার স্বরূপ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কোন স্বপক্ষ শক্তির পক্ষ থেকে সেখানে কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। ভারত বিভাগ না হলে বাংলাদেশ যে পশ্চিমবংগ সহ ভারতের একটি প্রদেশ হয়ে থাকত সে কথা বলার সৎ সাহসও কেউ দেখাননি।

প্রফেসার শামসুল হক জামায়াতে ইসলামীকে কেমন করে ভারতের বি. জে. পি.-এর মতো একটি ধর্মান্ধ ও মুসলিম হন্তা চরম সন্ত্রাসী দলের সাথে এক করে দেখলেন তা আমার বুঝার সাধ্য নেই।

যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিবেশে এসব মুসলিম নেতা গড়ে উঠেছেন তাতে ইসলাম, কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ জানারই সৌভাগ্য তাদের হয়নি। এমনকি মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশটি সৃষ্টি না হলে তারা যে কোন দিন বর্তমান উচ্চ পদে সমাসীন হতে সক্ষম হতেন না সে কথাটিও হয়তো তারা চিন্তা করেননি।

আজ মুসলিম জাতির এমন দুর্দশা হয়েছে যে, শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধিবাসীর দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানতঃ এমন মুসলিমদের হাতে যারা ইসলামকে কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ মনে করেন, কুরআনকে শুধু ধর্মীয় পুস্তক বলে গণ্য করেন এবং রাসূল (সাঃ)-কে কেবল ধর্ম-নেতা হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। ইসলাম যে আল্লাহর দেয়া একমাত্র নির্ভুল ও ভারসাম্যময় পূর্ণাংগ জীবন বিধান এবং কুরআন যে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই সঠিক পথ-নির্দেশক সে কথা তারা হয়তো বিশ্বাস করেন না বা জানেন না। কারণ এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের সুযোগ তারা পাননি। অথচ তারাই মুসলিম জাতির নেতা।

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে ইসলামের হাত কাটার ফৌজদারী বিধান গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। যদি তিনি

www.pathagar.com

জানতেন যে, চোর-ডাকাতের হাত কাটা ও জিনার প্রকাশ্যে হত্যার নির্দেশ ঐসব জঘন্য সমাজ বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ করারই একমাত্র উপায় হিসাবে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা এর বিধান দিয়েছেন তাহলে এমন ঈমান বিরোধী কথা বলতে পারতেন না। যারা এ ধরনের কথা বলেন তারা কি মানুষের জন্য আল্লাহর চেয়ে বেশী দয়ালু ? আসলে সমাজের সবাইকে চুরি, ডাকাতী, জিনা ইত্যাদির নির্যাতন থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই যে দয়াময় আল্লাহ এ ব্যবস্থা দিয়েছেন সে কথা বুঝবার যোগ্যতা তাদের নেই। যে দু একটি দেশে কুরআনের শাস্তি চালু আছে সেখানে ছাড়া আর সব দেশেই এসব অপরাধ বেড়েই চলেছে।

এ শাস্তির অভাবেই এত ব্যাপক হারে সন্ত্রাসীরা একই সাথে খুন ও ডাকাতী করছে এবং দলবদ্ধ হয়ে নারী অপহরণ ও ধর্ষণ করছে। যারা খুন, ডাকাতী ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তাদের জন্য তাদের মনে কোন দুঃখ হয় না। তাদের মায়া, দয়া ও করুণা ঐ সন্ত্রাসী ও ধর্ষণকারীদের জন্য। তাদের রোগ হলো যে, তাদের নিকট ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের মাপকাঠি কুরআন নয়। তথাকথিত সভ্যদেশগুলোই তাদের আদর্শ যারা কুরআনের আইনকে 'অসভ্য ও বর্বর' আইন মনে করে এবং যারা কুরআনের আইন কায়েমের প্রচেষ্টাকে 'মৌলবাদ' বলে গালি দেয়। এরশাদ সাহেব আমেরিকা সফর থেকে ফিরে এসেই এ গালিটি এ দেশে পয়লা আমদানী করেন।

মানুষের হাত কাটা যাতে না লাগে সে জন্যই আল্লাহ পাক সমাজ গড়ার আইন দিয়েছেন। ঐ আইন কায়েম না হলে খুন, ডাকাতী, ধর্ষণ, সন্ত্রাস বেড়েই চলবে। একথা বুঝবার তাওফীক যদি আমাদের নেতাদের হয় তবেই সন্ত্রাস বন্ধ করার যোগ্যতাও তাদের হবে।

শাসকদের দায়িত্ব

ইসলাম শাসকদের উপর যেসব দায়িত্ব দিয়েছে তাতে জনগণের উপর শাস্তির আইন জারী করা হলো সর্বশেষ দফা। প্রথম দফা হলো

www.pathagar.com

জনগণের চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় দফা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। তৃতীয় দফা হলো সমাজে ব্যাপকভাবে কল্যাণকর ও সমাজ গঠনমূলক কাজ চালু করা। এভাবে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে বৈধ উপায়ে আয়ের অভাব না হয় এবং অভাবের কারণে চুরি করতে বাধ্য হতে না হয়। এমন পরিবেশ সৃষ্টির বিধান দেয়া হয়েছে যাতে ধর্ষণের কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত না হয়, বিবাহের ব্যবস্থা করা সহজ হয় এবং যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন বৈধভাবে পূরণের পূর্ণ সুযোগ থাকে।

এত কিছুর পরও যদি কেউ চুরি, ডাকাতী, জিনা ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তাহলে সে এ সুন্দর সমাজে বসবাস করার অযোগ্য। তাই ইসলাম এ জাতীয় অপরাধীদের জন্য এমন দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে যাতে কেউ জীবনের এত বড় ঝুঁকি নিয়ে অপরাধ করার আর সাহস না পায়। এ শাস্তির ব্যবস্থা করা মুসলিম শাসকদের চতুর্থ দফার দায়িত্ব।

কুরআন পাকের সূরা আল হাজ্জ-এর ৪১ আয়াতে মুসলিম শাসকদের এ ৪-দফা কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে কথা বলেন, তাদের নিকট আমি জানতে চাই যে, কুরআনে রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসকদের কর্তব্য, ফৌজদারী আইন, অর্থনৈতিক বিধান, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব আয়াত আছে সেসব কি শুধু তেলাওয়াত করার জন্য নাযিল করা হয়েছে ? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআনের আইনের মাধ্যমেই যে আদর্শ সমাজ কায়েম করেছিলেন সে কথা কি তারা স্বীকার করেন না ? ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ও কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আল্লাহ ও রাসূল এবং কুরআন ও হাদীসকে কি মাপকাঠি হিসাবে তারা মানেন কি না ?

"কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী" শিরোনামে বইটি আমি এ আয়াতটিকে ভিত্তি করেই লিখেছি।

www.pathagar.com

মুসলিম হলে ইসলাম শিখুন

তারা যদি মুসলিম হওয়ার দাবীদার না হতেন তাহলে এসব প্রশ্ন উত্থাপন করতাম না। ভারতের প্রখ্যাত সমাজবাদী এম. এন. রায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে ইতিহাসের এক পর্যায়ে আদর্শ ছিল বলে মন্তব্য করে আধুনিক বিশ্বের জন্য সমাজতন্ত্রকে আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম নেতারাও কি কুরআনকে আধুনিক যুগের উপযোগী মনে করেন না ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার প্রয়োজনে যারা কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ বছর বিদেশী ভাষা শিখে জ্ঞান চর্চার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও বিভিন্ন উচ্চ দায়িত্ব পালন করছেন এবং নিজ নিজ পদে ও পেশায় দক্ষতা অর্জনের জন্য সাধনা অব্যাহত রেখেছেন তারা কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ অধ্যয়নে কতটুকু সময় খরচ করেছেন ? জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শাখায় যার পাণ্ডিত্য নেই সে বিষয়ে নিজস্ব কোন মতামত প্রকাশ করাকে নিশ্চয়ই তারা সবাই হাস্যকর, বোকামী ও ধৃষ্টতা মনে করেন। তেমনিভাবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে তারা যখন 'অথরিটি' সেজে মন্তব্য করেন তখন এটা কতবড় অন্যায় তা ভেবে দেখেন না।

এম. এ. ক্লাসের পাঠ্য হিসাবে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেলের 'ডাইলেকটিজম' আমার মন-মগজকে দখল করে ফেলার পর আমিও ইসলামকে শুধু ধর্মই মনে করতাম এবং আধুনিক যুগের উপযোগী কোন মতবাদের ধারক বলে কল্পনাও করিনি। বিগত ৩৯ বছর ধরে মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর লেখা কুরআনের বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করে এবং ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক বড় বড় চিন্তাবিদদের সাহিত্য পড়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে, কুরআনের শিক্ষা চির-আধুনিক এবং সর্বকাল ও সকল মানুষের জন্যই একমাত্র পূর্ণাংগ ও পরম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান।

www.pathagar.com

কারা দেশ চালাচ্ছেন ?

আমার মতো আধুনিক শিক্ষিত লোকেরাই দেশ চালাচ্ছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তারাই দিচ্ছেন। যারা শুধু মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন তারা তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদিতে যত পারদর্শীই হয়ে থাকুন তারা মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাহ, ওয়াজ ও তাবলীগ–অর্থাৎ ধর্মীয় ময়দান ছাড়া জীবনের কোন ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের দায়িত্বে নেই।

বৃটিশ শাসনের অবসানের পর বিগত ৪৫ বছর থেকে যারা এ দেশ শাসন করছেন তারা সবাই আধুনিক শিক্ষিত। আমি তাদেরই একজন হিসাবে যখন চিন্তা করি যে, দেশের মানুষকে আমরা কী দিতে পেরেছি, তখন হিসাবে যা পাই তা বড়ই বেদনাদায়ক। প্রায় দু'শ বছর বৃটিশের গোলামীর পরও যেটুকু মানবীয় গুণাবলী অবশিষ্ট ছিল তাও আর বাকী নেই। চরিত্র পদবাচ্য কিছুই নেই। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, ত্যাগী মনোভাব, নৈতিকতা, পরোপকার ও জনসেবার স্পৃহা, দেশের উন্নতি চিন্তা ইত্যাদি প্রায়ই অনুপস্থিত।

আজ ব্যক্তি স্বার্থই প্রবল। অবৈধ উপার্জন, মিথ্যার বেসাতি, প্রতারণা, নেতৃত্বের জঘন্য প্রতিযোগিতা, ক্ষমতা লিপ্সা, শক্তি বলে অপরের অধিকার হরণ, ক্ষমতায় যাবার ও টিকে থাকার জন্য মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার সকল সীমালংঘন, ছলে-বলে-কৌশলে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, যার যেখানে যতটুকু ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করে জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করা, ঘুষ ছাড়া কোন কাজ না করা ইত্যাদি আজ আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

এ সবের জন্য কি আমরা যারা আধুনিক শিক্ষিত এবং আমাদের মধ্যে যারা সর্বক্ষেত্রে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন একমাত্র তারাই দায়ী নন ? এর জন্য কি জনগণ দায়ী ? এর জন্য কি আলেম ওলামারা দায়ী ? আমাদের যুব ও ছাত্র সমাজকে চরিত্রবান করার জন্য কি কোন ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন ?

www.pathagar.com

সমস্যার মূল কোথায় ?

লণ্ডন কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডঃ লায়নের সাথে ১৯৭৫-এর নভেম্বরে আমার আলাপ হচ্ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমাদের দেশে এত অরাজকতা ও বিশৃংখলা কেন ? কমনওয়েলথ-এর বৃত্তি নিয়ে যত দেশের লোক বিভিন্ন ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আসে তাদের মধ্যে মেধা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও অন্যান্য গুণের বিচারে তোমার দেশের লোকেরা কোন দেশের পেছনে নয়, বরং অনেক দেশের চেয়ে অগ্রসর দেখা যায়।" নিজের ঘরের বদনাম তো বাইরে প্রকাশ করা চলে না। তাই বিভিন্ন কথা বলে আসল জওয়াবকে পাশ কাটিয়ে এলাম।

আসল জওয়াব হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৎ, চরিত্রবান ও নৈতিক বোধসম্পন্ন লোক তৈরীর চরম অভাব। শিক্ষিত হয়ে যেন বিবেকের বিরুদ্ধে না চলে সে ধরনের চরিত্র সৃষ্টির কোন চিন্তাই আমাদের রাষ্ট্র পরিচালক ও শিক্ষার কর্ণধারদের আছে বলে প্রমাণ নেই। আমি আমার প্রিয় জন্মভূমির সার্বিক উন্নতি সম্পর্কে দীর্ঘদিন চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজ সৎ ও বিবেকবান হিসাবে গড়ে উঠার পরিবেশ শিক্ষাংগনে পাচ্ছে না। এ সত্ত্বেও যারা সৎ ও বিবেকবান আছেন তারা পারিবারিক কারণে বা নিজের হৃদয়ের তাকীদের ফলে সততা নিয়ে টিকে আছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক ও শিক্ষাংগনের তেমন কোন কৃতিত্ব এতে নেই।

প্রায় ৬ বছর ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে যতটুকু বুঝবার চেষ্টা করেছি তাতে আমি লক্ষ্য করেছি যে, বাল্যকাল থেকে ছেলেমেয়েরা যেসব বিশ্বাস বাপ-মায়ের কাছ থেকে পায় সে বিশ্বাসের বিপরীত কিছুই শিক্ষাংগনে নেই। তাদের বিশ্বাস ও সামাজিক পরিবেশে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাদের শিক্ষক, কর্মচারী, রাজনীতিক, পেশাজীবীদের মধ্যে

www.pathagar.com

নৈতিকতাবোধের মান প্রায় একই। পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ভিন্ন নয় বলে কোন শিশু মনের ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে ভোগে না। তাই চারিত্রিক সমস্যা জটিল হয় না। আমাদের কাছে তাদের পরিবার ও সমাজ জীবনে যা খারাপ মনে হয় তারা সে সবকে মন্দ মনে করে না বলে কোন চারিত্রিক সমস্যা সৃষ্টি হয় না। যেমন বয়ফ্রেণ্ড-গার্লফ্রেণ্ড প্রথা। তাদের পিতা-মাতা এটাকে স্বাভাবিক আচরণ বলেই মেনে নিয়েছে।

বিশ্বাস ও পরিবেশের দ্বন্দ্ব

আমাদের সমাজে মুসলিম শিশুরা পল্লীগ্রামে তো অধিকাংশ বাড়ীতে বাপ-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী এবং পাড়া-প্রতিবেশী সবার কাছে জন্ম থেকেই আল্লাহর কথা শুনে। পাড়া বা মহল্লার মসজিদে যায় আরবী কায়দা হাতে। সেখানে সে কুরআন পড়া শেখার সাথে সাথে কালেমা ও নামায শেখে। কথায় কথায় বড়দের কাছে শুনে এটা করবে না আল্লাহ গুনাহ দেবে। আল্লাহ ও রাসূলের নাম হামেশা শুনে। খারাপ কাজ করলে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে বলে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। রমযানে ছোটদের মধ্যে রোযার প্রতিযোগিতা হয়। জুমআ ও ঈদের নামাযে দলে দলে মসজিদ ও ঈদগাহে যেয়ে নামায পড়ে। ছোট্ট হাত দুটো তুলে বড়দের সাথে দোয়ায় শামিল হয়। কেউ মারা গেলে মৃতের জন্য দোয়া করতে শুনে। তাতে আলোচনায় কবরে আযাব হয় বলে জানতে পায়। মৃত বাপ মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে দেখে এবং বড়দের সাথে ছোটদের চোখেও পানি আসে।

তারা আরও শেখে চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, গালি দেয়া ইত্যাদি গুনাহর কাজ। বড়দেরকে সম্মান করতে হয়। আদব-কায়দা শেখে বুঝতে পারে বেয়াদবী কাকে বলে। মসজিদের হুজুরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের আদব শেখা শুরু হয়। মসজিদে সকালে আরবী পড়ার

www.pathagar.com

পর নাস্তা করে প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যায়। সেখানেও স্যারকে সম্মান ও ভয় করে চলা শেখে। এভাবে তাদের আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি হতে থাকে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে। আর শিক্ষক ও মুরুব্বীদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান দেখাবার অভ্যাসটিও গড়ে উঠে।

এরপর যখন গ্রামের হাইস্কুলের নীচের ক্লাস থেকে উপরে উঠতে থাকে তখনও তাদের ঈমান-আকীদা ও আদব-কায়দা মোটামুটি বহাল থাকে। নাইন-টেনে পড়ার সময় এলাকার যেসব ছেলে শহরে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র তারা যখন বন্ধের দিনে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসে তখন তাদের সাহচর্যে তথাকথিত আধুনিকতার সবক নেয়া শুরু হয়। তারা শহরে বন্দরে যেয়ে সিনেমা দেখার সুযোগ পেয়ে এমন কিছু শেখে যা তাদের শৈশবকাল থেকে শেখা আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইতিপূর্বে তারা দেখেনি এভাবে। তাদের হাই স্কুলে সহশিক্ষা থাকলেও মেয়েরা অবাধে ছেলেদের সাথে মেশেনি। মেয়েদের পোশাকও এমন নয় যা সিনেমায় দেখা গেল।

এস. এস. সি পাশ করে তারা যখন শহরে যেয়ে কলেজে ভর্তি হয় তখন তারা এক ভিন্ন পরিবেশ দেখতে পায়। হোস্টেলে থাকলে গ্রামে থাকাকালের নামাযের অভ্যাস ঢিলা হতে থাকে। এদ্দিন বিশ্বাস করতো নামায ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। নতুন পরিবেশে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে দেখা গেল অল্প কয়জন নামায পড়ে। এর জন্য হোস্টেল সুপারও কোন তাকীদ দেয় না। তখন নামায ফরয বলে বিশ্বাস সত্ত্বেও বিবেকের বিরুদ্ধেই নামাযে অবহেলা বাড়তে থাকে। আল্লাহ, রাসূল, আখিরাতের কোন চর্চা হয় না বলে খেলাধূলা, সিনেমা, বিভিন্ন রকম বিনোদন ইত্যাদিতেই মেতে থাকে। তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের কোন সুযোগ তারা আর পায় না। অথচ দেশের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব এদের হাতেই আসে। এদের মধ্যে যারা বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে এইচ. এস. সি পাশ করে তারাই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চেষ্টা করে। যারা সে সুযোগ পায় না তারা ডিগ্রি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে যারা পাশ করে

www.pathagar.com

তারা প্রায় সবাই ডিগ্রি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে। এভাবে দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেমেয়েরাই এসব উচ্চশিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করে। এদের মধ্য থেকেই জাতির নেতৃত্বের যোগ্য লোক তৈরী হয় যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পদ লাভ করে। প্রশাসক, পুলিশ অফিসার, বিচারক, সরকারী অন্যান্য বিভাগ ও আধা সরকারী সংস্থায় উচ্চ পদে তারাই অধিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা, অধ্যাপক মণ্ডলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ তাদের মধ্য থেকেই বের হয়। এক কথায় সর্বক্ষেত্রে যারা দেশ পরিচালনায় কর্তৃত্বের মর্যাদায় আছেন তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ফসল। পার্থিব যোগ্যতার বিচারে তাদের মান মোটামুটি সন্তোষজনক বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু সততা, নৈতিকতা ও এ সম্পর্কিত চারিত্রিক গুণাবলীর বিচারে তাদের কয়জনের মান সন্তোষজনক এর তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেকেরই থাকার কথা। বিবেকসম্মত আচরণ, অভ্যাস ও কর্মে তাদের কয়জন উত্তীর্ণ ? অবৈধ উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি, ক্ষমতা ও সুযোগের অপব্যবহার, দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষের ন্যায্য অধিকার হরণ, সরকারী তহবিলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ঘুষ গ্রহণ, অর্থের বিনিময়ে সম্পদ লোভীদেরকে অবৈধ সুবিধা দান, সরকারী সম্পদের অপচয় ইত্যাদি বিবেক বর্জিত কর্মকাণ্ড থেকে কয়জন নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন ? সরকারী চাকুরী করে যারা গুলশান, বনানী, বারিধারা ইত্যাদি স্থানে আলীশান বাড়ীর মালিক হয়েছেন তারা সবাই কি বৈধ আয় দ্বারাই তা করেছেন ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের বক্তব্য থেকেই এমন কথা পত্রিকায় পড়েছি যে, ছাত্রের মেধা ও প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দানই উচ্চ নম্বর পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি নয়। শিক্ষকের মত ও পথের সমর্থক হওয়া এবং শিক্ষকদের ব্যক্তিগত পছন্দের উপর ভাল ক্লাস পাওয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ভর করে।

যারা সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে রয়েছেন তারা দেশের গৌরব, সমাজের ক্রীম ও জনগণের সেবক

www.pathagar.com

বলেই গণ্য। তাদের পার্থিব যোগ্যতার সাথে নৈতিক গুণাবলীর সংযোগ ও সমন্বয় হলে দেশের ও জনগণের এ দুর্দশা হতো না। অযোগ্য লোক মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ কোনটাই করতে সক্ষম নয়। যোগ্যতা ছাড়া সততা অথর্ব। এমনকি অযোগ্য যারা তারা নিজের সততাটুকু রক্ষার যোগ্যতাও রাখে না। কিন্তু যোগ্য লোক যদি অসৎ হয় তাহলে তো সে এমন যোগ্যতার সাথে অসততা করে যে, তাকে আইনও ধরবার জন্য নাগাল পায় না। সাধারণ চোরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চুরি করতে হয়। কিন্তু একজন ডি. সি যদি চুরি করতে চান তাহলে এক কলমের খোঁচাই যথেষ্ট। ঘুষ আদায় করার জন্য তাকে কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। তিনি মেহেরবানী করে ঘুষ গ্রহণ করে ঘুষদাতাকে ধন্য করেন।

চরিত্র কেন সৃষ্টি হচ্ছে না ?

এখন প্রশ্ন হলো দেশের মেধাবী ও যোগ্য যারা তাদের পার্থিব যোগ্যতা সৃষ্টির সাথে সাথে উন্নত নৈতিক চরিত্র কেন গড়ে উঠছে না ? এর মূল কারণ এটাই যে, শৈশব কাল থেকে স্কুল জীবন পর্যন্ত পরিবার, সমাজ ও স্কুলে যে আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জন্মে উচ্চ শিক্ষার অংগনে এর বিপরীত পরিবেশে প্রথমে মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। পরে ধীরে ধীরে ঈমানের বিপরীত আমল করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে। উচ্চ শিক্ষার অংগনে ঈমানের লালনের পরিবর্তে বিনষ্ট হওয়ার পরিবেশই বিদ্যমান। বাল্যকালে যারা প্রতিযোগিতা করে রোযা রেখেছে তাদের অনেকেই হল ও হোস্টেলে রমযানে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় খেতে কোন বাধা পায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগে ইসলামী মূল্যবোধ হারিয়ে যায়। বেশী মেধাবীরা তো তবু বিদ্যা লাভকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বানায়। মাঝারী মানের যারা তাদের কোন রকমে ডিগ্রি নেয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। দরকার হলে শুধু নকল নয়, সন্ত্রাস করে হলেও ডিগ্রি নিতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

বিশ্বাসের বিপরীত আচার-আচরণের যে পরিবেশ উচ্চ শিক্ষাংগনে রয়েছে এর ফলে মেধার অপচয় তো হচ্ছেই। নৈতিক মান উন্নত করার সুযোগ থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা নির্মমভাবে বঞ্চিত। ফলে বিবেক দুর্বল হতে হতে দংশন করার যোগ্যতা পর্যন্ত হারিয়ে বসে। শিক্ষাংগনে নৈতিক চরিত্র গড়ার কোন পরিকল্পনাই নেই। এ সত্ত্বেও যারা চরিত্রের মোটামুটি মান রক্ষায় সমর্থ হন এর সামান্য কৃতিত্বও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাপ্য নয়।

এ বিষয়টির গুরুত্ব শিক্ষিত সমাজ যদি তীব্রভাবে অনুভব না করে তাহলে এ দেশের কোন ভবিষ্যত নেই। দুর্নীতির যে পংকে দেশ ডুবে আছে এ দশা থেকে দেশকে উদ্ধার করার কোন উপায়ই দেখছি না যদি দেশে সৎলোকের নেতৃত্ব সৃষ্টি না হয়। অথচ সৎলোক তৈরীর কোন পরিকল্পনা শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই।

এর জন্য কারা দায়ী ?

এ দুর্দশার জন্য প্রধান দায়ী আমাদের দেশের রাজনীতি। রাজনীতিই সর্বক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করে। রাজার নীতি রাজনীতি নয়। নীতির রাজাই রাজনীতি। কারণ দেশ পরিচালনার ব্যাপারে যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করা রাজনীতিকদেরই দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যারা পালন করছেন তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক মান যেমন আছে তেমন নীতিই তারা প্রণয়ন করতে পারেন। তার চেয়ে উন্নত মান তাদের কাছে আশা করা অবান্তর।

ভাল জাতের মাছের মাথায়ই প্রথম পচন ধরে। রাজনীতি হলো জাতির মাথা। অথচ সকল ময়দানের তুলনায় রাজনৈতিক ময়দানেই নৈতিকতা ও চরিত্রের সবচেয়ে বেশী অভাব। একে তো মেধাবী জ্ঞান পিপাসু ও পরীক্ষায় ভাল নম্বর যারা পায় তারা রাজনীতিতে কমই আসে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েই রাজনীতির হাতে খড়ি হয়। আজকাল ডান পিটে মার্কারাই এ পথে আসে। পড়ুয়া ও শান্ত স্বভাবের ছেলেরা রাজনীতি করতে চায় না। রাজনৈতিক পরিবেশ তাদেরকে আকৃষ্ট করে না। বাইরের রাজনীতির অংশ হিসাবে ছাত্র অংগনে রাজনীতি চলার কারণেই

www.pathagar.com

এ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কালে ছাত্র জীবনে মেধাবী ও বৃত্তিধারী নামকরা বিদ্যার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয় ও হল ইউনিয়নে নেতৃত্ব পেত। বাইরের রাজনীতি ছাত্র অংগন নিয়ন্ত্রণ করতো না। ১৯৪৪ থেকে ৪৯ পর্যন্ত কাল আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পরিবেশ এ রকমই ছিল।

নেতাদের আদর্শিক ও নৈতিক মান

আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নৈতিক ও আদর্শিক মান এত হতাশাব্যঞ্জক যে, জেনারেল এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছেন বলে মাঠে ময়দানে যারা বক্তৃতা করেছেন তারাই মন্ত্রিত্বের লোভে এরশাদের স্বৈরশাসনের হাতিয়ারে পরিণত হতে রাযী হয়ে গেলেন। বি. এন. পি'র ডিপুটি প্রধানমন্ত্রী সহ বহু মন্ত্রি এরশাদের মন্ত্রি হলেন। আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের দুজন সদস্যও এরশাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন।

এসব ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক নেতাদের অনেকের ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণই প্রধান উদ্দেশ্য। এর চেয়ে বড় কোন লক্ষ্য যেন তাদের রাজনীতির পেছনে নেই। এর কারণ এটাই যে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পর্যন্ত সুস্পষ্ট আদর্শ নেই এবং চরিত্রবান ও নীতিবান লোক তৈরীরও কোন কর্মসূচী নেই।

এ পরিস্থিতিতে দেশের সমস্যা সমাধানের আশা কী করে করা যায় ? এ মানের রাজনীতি ছাত্র অংগনে উন্নত মানের রাজনৈতিক কর্মী কেমন করে গড়তে পারে ? প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পর লড়াই করছে। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের মধ্যেও সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হচ্ছে। তাই দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত মোটেই উজ্জ্বল নয়।

ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যত নেতা। তারা যেসব নেতাকে অনুসরণ করে তাদের মান কী ? মাঠে ময়দানের কথা বাদ দিলাম। জাতীয় সংসদে

www.pathagar.com

জননেতাগণের মুখ দিয়ে যে সন্ত্রাসী বক্তৃতা বের হয় তা ছাত্র নেতাদেরকে সশস্ত্র সন্ত্রাসেরই তালীম দেয়। সেগুলে উঁচিয়ে ফাইল ছুঁড়ে হৈ হাংগামা বাঁধিয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করা এবং অন্য পক্ষকে মত প্রকাশ করতে না দেয়া কি সন্ত্রাসী রাজনীতি নয় ?

মুখে গণতন্ত্রের বুলি আছে, আচরণে নেই। দলের অভ্যন্তরেও গণতন্ত্র চালু নেই। আমাদের নতুন প্রজন্ম কাদের কাছে ভদ্রতা, শালীনতা, পরমত সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক গুণাবলী শিখবে ? একদলের সশস্ত্র কোন সন্ত্রাসী সে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে অপর দলে যেয়ে মালা পেলে তারা সন্ত্রাস অব্যাহত রাখবে না কেন ?

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে গুণ্ডামী করে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম নির্বাচনী সভা পণ্ড করে দেয়া হয় এবং সেখানে দুজন শহীদ হয়। ঐ বছর নির্বাচনী জনসভাগুলোতে আমি বলেছিলাম, "শেখ সাহেব, মনে রাখবেন রাজনৈতিক গুণ্ডা বাহিনীর সাহায্যে অন্য দলের সভা পণ্ড করা যায়, এমনকি ব্যালট ডাকাতি করে ক্ষমতায়ও যাওয়া যায়। কিন্তু চরিত্রবান কর্মী বাহিনী ছাড়া দেশ শাসন চলে না।"

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যারা গত ২০ বছর ধরে দেশ পরিচালনা করছেন তাদের কোন আদর্শ আছে কিনা বুঝার উপায় নেই। ক্ষমতা লাভই একমাত্র আদর্শ। এ জাতীয় রাজনীতির মাধ্যমে দেশ গড়ার লোক কেমন করে সৃষ্টি হবে ? আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আদর্শবান, চরিত্রবান ও বিবেকবান না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিবেশ উন্নত করার দায়িত্ব কে পালন করবে ? এসব চিন্তা করলে সত্যিই দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হতে হয়।

উপায় কী ?

উপায় একটাই। বর্তমান নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যারা বেসরকারী পেশায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

তাদের মধ্য থেকে বিবেকবান, চরিত্রবান ও সাহসীদেরকে রাজনৈতিক ময়দানে আসতে হবে। সৎলোকেরা রাজনীতিতে বেশী সংখ্যায় অবতীর্ণ না হলে দেশ অসৎ নেতৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে না। যেসব ভাল লোক রাজনীতির ঝামেলা পোহাতে চান না অথচ ঘরে বসে অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাদেরকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে হবে।

সমাজের সর্বস্তরেই ভাল লোক যথেষ্ট আছে। আদর্শিক কর্তব্যবোধের অভাবে তারা সংগঠিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্যদের মধ্যে অল্প সংখ্যক সন্ত্রাসী সংগঠিত হয়ে সমিতির সভায় যেসব কাণ্ড করেন তাদেরকে দমন করতে হলে সভ্য ও শালীন শিক্ষকদের মযবুত সংগঠিত শক্তি প্রয়োজন। তারা অসহায়ের মতো সন্ত্রাসকে সহ্য করেন বলেই সন্ত্রাসীরা সাহস পায়। সমাজের সকল অংগনেই একথা সত্য।

সৎলোকদের হাতে দেশের ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত দেশ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। রাসূল (সাঃ) ১৩ বছর চেষ্টা করে সমাজের ভাল লোকদেরকে সংগঠিত করেন এবং তাদেরকে নিয়েই মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েম করতে সক্ষম হন।

যে কোন মহল্লায় গুণ্ডা ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোক শতকরা একজনের চেয়েও কম। কিন্তু কয়েকজন সন্ত্রাসী গোটা মহল্লাবাসীকে যিম্মি করে ফেলতে পারে। কিন্তু মহল্লার ৫০ জন ভাল লোক যদি রুখে দাঁড়াবার জন্য সংগঠিত হন তাহলে ওরা পালাবার পথও পাবে না। অসংগঠিত হাজার লোকের সমাবেশে ৫ জন সংগঠিত গুণ্ডা লাঠি ঘুরালে সবাই পালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১০/১৫ জন যদি প্রতিরোধ করে তখন তারা পালায়। জনগণ সৎ নেতৃত্ব ময়দানে পেলে নির্বাচনের মাধ্যমেই অসৎ নেতৃত্ব অপসারণে এগিয়ে আসবে।

www.pathagar.com

জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির একমাত্র পদ্ধতি

যদি আমরা সত্যিই আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে একটি উন্নত রাষ্ট্র এবং জনগণকে উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট বানাতে চাই তাহলে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি জনগণের যে ঈমান রয়েছে এর যথার্থ লালন করতেই হবে। তাদের শিশুদের মধ্যে যে ঈমান ও সামান্য ইসলামী মূল্যবোধটুকু অবশিষ্ট আছে তাকে পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষাংগনের পরিবেশ ইত্যাদির পুনর্গঠন করলে অল্প সময়ের মধ্যেই জাতি গঠনের কাজ শুরু হতে পারে। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, ভি. সি. আর, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিকে ঐ মূল্যবোধের ভিত্তিতে ব্যবহার করে অশিক্ষিত জনগণের চরিত্রও গড়ে তোলা সম্ভব।

গত আড়াই'শ বছর থেকে গড়ার বদলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণপ্রচার মাধ্যম শুধু ভাংগার কাজই করেছে। মুসলিমদের ঈমান ও ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করার এ দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ উৎখাত করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ঈমান, আকীদা ও মূল্যবোধ মানুষের মন-মগজ ও চেতনায় ঐতিহ্যগতভাবেই থাকে। এসব সহজে খতম করা যায় না। এসবকে কেউ কুসংস্কারও বলতে পারে। কিন্তু এসবের শিকড় এত গভীর যে, কোন জনগোষ্ঠীর মন-মগজ থেকে এসব মুছে ফেলা যায় না। বিশেষ করে ধর্মীয় আবেগ এসবের ভিত্তি হওয়ায় এসবকে নির্মূল করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের অমুসলিম জনগণের মধ্যেও ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও আবেগ গভীর। আর চরিত্রের বুনিয়াদী শিক্ষা সব ধর্মেই আছে। ধর্মবোধকে ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুললে তারাও স্বাগত জানাবে। তাদের মধ্যেও ধর্ম চর্চা বাড়বে। ধার্মিক লোক চরিত্রের মানোন্নয়নে স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহী।

www.pathagar.com

ভাংগার কাজ বন্ধ করে গড়ার কাজ শুরু করলে ১০ বছরের মধ্যেই আড়াই'শ বছরের জঞ্জাল দূর করা সম্ভব হতে পারে। আমাদের সুধী সমাজ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়টা ধীরচিত্তে ও উন্মুক্ত মনে বিবেচনা করার আকুল আবেদন জানাই।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র
৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com